বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন

জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা। ১২ জুন ২০১৩।

জাতীয় বাজেট ২০১৩-১৪ঃ ভবিষ্যত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও অভিযোজন -বান্ধব নয়

১. কেন আমরা জলবায়ু-সমন্বিত জাতীয় বাজেটের কথা বলেছি?

সরকার ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ঘোষনা করেছে। মোটামুটি ২,২২,৪৯১ কোটি টকার এক বিশাল বাজেট দেওয়া হয়েছে যদিও এর মধ্যে মাত্র ৬৫৮৭০ কোটি টাকা (২৯%) হচ্ছে উন্নয়ন বাজেট এবং বাকিটা হচ্ছে অনুন্নয় বাজেট অর্থাৎ বাকি ১,৫৬,৬২১ কোটি টাকা (৭১%) খরচ হবে প্রসাশনিক খাতের ব্যয় হিসাবে। কিন্ত বিষয় হচ্ছে এই প্রস্তাবিত উন্নয়ন বাজেট যে উন্নয়ন লক্ষ্য (দারিদ্র দুরীকরন) এবং কৌশলের (প্রবৃদ্ধি নির্ভর) উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে তা কতটা বাস্তবসম্মত এবং দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হবে বিশেষ করে বিশেষ করে ভবিষ্যত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তা প্রশ্নসাপেক্ষ। কারন টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র দুরীকরন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে আমাদেরকে বর্তমান ও ভবিষ্যত জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা করতে সমর্থ্য হতে হবে।

বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে একটি বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করেছিলেন, সেটি হচ্ছে একটি সমন্বিত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন করবেন যার ফলে দেশ থেকে দারিদ্রতা দুর হবে এবং খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সাথে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষা করা যাবে। সেই আলোকে সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিনিযোগ করার কথাও সেখানে বলা হয়েছে।

পরিকল্পনায় আরও বলা হয়েছে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বর্তমানের (৩১%) চাইতে অর্ধেকে নামিয়ে আনা হবে। সরকারের এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সামনে রেখেই প্রতি বৎসর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমুহ তাদের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রনয়ন করবে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন মোকবেলা ও অভিযোজন কর্মসুচিসমূহ অর্ন্তভূক্ত হবে এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। কিন্তু হতাশাজনক বিষয় হচ্ছে যে সরকার নতুন অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে উক্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কোন জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসুচি এবং বাজেট ঘোষণা করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ বিগত অর্থবছরগুলোতে জলবায়ু পরিকল্পনায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার ও চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প নির্ধারন এবং তার ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থায়ন করা হয় নাই। যে কারনে মন্ত্রণাগুলো তাদের নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প প্রনয়ন বাজেট দিয়েছে, এর ফলে কোন মন্ত্রণালয় চাহিদা বা কার্যকারিতার বিচারে অপ্রয়োজনীয় এবং বেশী প্রকল্প বরাদ্দ পেয়েছে (যেমন স্থানীয় সরকার), আবার কোন মন্ত্রণালয় কার্যকারিতার দিক থেকে চাহিদাসম্পন্ন হলেও প্রয়োজনীয় বাজেট পাচ্ছে না। এ বিষয়ে ঈচউজ (ঈষরসধঃব চঁনষরপ উীঢ়বহফরঃঁৎব জবারবি) এর পর্যালোচনায় দেখা গেছে সরকারের ৫৭টি মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের মধ্যে ৩৭টি মন্ত্রণালয়ের কোন না কোন ভাবে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মসুচি রয়েছে এবং বাকীগুলোর এ সংক্রান্ত কোন কর্মসুচি নাই। এখানে অপরিকল্পিত অর্থায়নের আরও একটি উদাহারন হচ্ছে বরাদ্দপ্রাপ্ত ৩৭টি মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের মধ্যে ২৮টি মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের কর্মসুচি ১-২টি প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং বাকী ৯টি মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের কর্মসুচি সর্বনিম্ন ১২ থেকে সর্বোচ্চ ১০২টি প্রকল্প। এখানে হয়ত বলা হবে যে, বেশী বরাদ্দপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরগুলোর কার্যক্রমের সাথে জলবায়ু সম্পৃক্ততা বেশী, কিন্তু বিষয় হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশে জলবায়ু প্রতিরোধ সক্ষমতা গড়ে তুলতে সকল মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরেরই কিছু না কিছু উন্নয়ন কর্মসুচি থাকতে হবে, এবং সম্ভব হতো যদি সরকার জাতীয় বাজেটকে সমন্বিত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কৌশল হিসাবে গ্রহন করত এবং সে অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করত।

২. জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে সবচেয়ে বিপদাপন্ন কৃষি ও স্বাস্থ্য খাত প্রস্তাবিত বাজেটে উপেক্ষিত হয়েছে

বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সবদিক থেকেই নেতিবাচক এবং বহুমাত্রিক। বিশ্বের উত্তর গোলার্ধের দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে কৃষিক্ষেত্রে সুবিধা পেলেও আমাদের কৃষিতে এর সবগুলো নেতিবাচক প্রভাব মোকবেলা করতে হচ্ছে এবং হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারনে দেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে খড়া ও মরুময়তা দেখা দিয়েছে, এর ফলে সেখানে তীব্র পানি সংকট এবং কৃষি উৎপাদন হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। আবার দক্ষিনাঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সেখানে বিশাল এলাকা (ওচঈঈ'র প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট ভূমির প্রায় ১৭%) জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে এবং লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাবে, যার ফলস্বরূপ সেখানেও কৃষির উৎপান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এর বাইরেও ভৌগলিক অবস্থানের কারনে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অনাকাঙ্খিত দুর্যোগ যেমন বন্যা, অতি-বন্যা, নদীভাঙ্গান ও ঘুর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগসমুহ প্রতি বছরই আমাদের কৃষি ও কৃষকের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে যার উদাহারন অন্য কোন দেশে নাই।

সরকার এ বিষয়ে বিগত দিনগুলোতে বলেছে যে, কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর কৌশল হচ্ছে অভিযোজন এবং এর জন্য ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন হবে বিশেষ করে উচ্চ ফলণশীল, খড়া ও লবনাক্ততা সহিষ্ণু ধান ও কৃষি পণ্য উদ্ভাবন করতে হবে যাতে করে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় উৎপাদনশীলতা বজায় রাখা যায়। কিন্তু প্রস্তাবিত নতুন বাজেটে এ বিষয়ে গবেষণার জন্য কোন বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয় নাই যা অত্যন্ত হতাশাজনক। তাছারা নতুন বাজেটে কৃষি খাতে ভর্তুকীসহ ১০৯০৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে যা গত বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৮২১ কোটি টাকা (২০%) কম। কৃষিখাতে ভর্তুকি উৎপাদন বৃদ্ধি করলেও সিডর-আইলার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সে উৎপাদন ধ্বংস করে কৃষককে আরও নিঃস্ব ও দারিদ্রতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সরকারের উচিৎ সে দিকে কার্যকর দৃষ্টি দেওয়া এবং কৃষিতে সেভাবেই বাজেট নিশ্চিত করা।

একই ভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। জলবায়ু পরিবর্তন

বাংলাদেশের দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী যাদের অভিযোজন ক্ষমতা কম তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরও ঝুঁকির মধ্যে পড়বে এবং এর ফলে আগামী ২০২০ সালের নাগাদ এদেশে রোগাক্রান্তের হার ২-৫% হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত হিসাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অপুষ্টির হার বেড়ে যাবে এবং এর ফলে শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশ বাধাগ্রস্থ হবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে তাপ-প্রবাহ বৃদ্ধি, খড়া, অগ্নিকান্ড, বন্যা ও ঝড়ের ফলে শারীরিক আঘাত ও রোগ-ব্যাধি বৃদ্ধি এবং পানিচক্রের পরিবর্তনের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ডায়রিয়াজনিত রোগের বাড়তি চাপ সৃষ্টি হবে। বিগত ২০১০ সালে সরকারের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) কার্যক্রমের অগ্রগতির উপর টঘউচ'র এক পর্যালেচনায় বলা হয়েছে যে, স্বাস্থ্যখাতে এমডিজি লক্ষমাত্রা অর্জন করতে হলে বাংলাদেশকে বর্তমানের চাইতে দ্বিগুন হারে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। সরকার স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি এবং এমডিজি অর্জনের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাজেট অর্থায়নের ক্ষেত্রে কার্যত তা করছে না। নতুন অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে ৯,৪৭০ কোটি টকার বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে যা মোট বাজেটের মাত্র ৪.২%, যেখানে বিগত বছরগুলোতে এই বরাদ্দ ৫%এর বেশী ছিল। প্রস্তাবিত বাজেট বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জাতীয় চাহিদার সাথে খুবই অসঙ্গিতপুর্ন এবং ক্রমহ্রাসমান, যে কারনে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সরকারের এই বাজেট কৌশল ভবিষ্যতে আমাদের দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় আরও বৃদ্ধি করবে এবং তাদেরকে আরও দারিদ্রতার মধ্যে নিপতিত করতে পারে।

৩. বিগত অর্থবছরগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিশেষ বরাদ্দ দিলেও এবার কোন অর্থই বরাদ্দ দেওয়া হয়নি

সরকার দাবী করে আসতেছে এবং বাজেট বক্তৃতায়ও এটা বলেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য ২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) প্রণয়ন করেছে এবং প্রতি বছর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতীয় বাজেট থেকে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড- বিসিসিটিএফ এর মাধ্যমে একটা থোক বরাদ্দ (এ পর্যন্ত ২৩৫৫ কোটি টাকা) দিয়ে আসছে । যদিও বিসিসিটিএফ এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসুচির জন্য প্রকল্প চিহ্নিতকরন এবং অর্থ বরাদ্দের এবং স্বচ্ছতার বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে যথেষ্ঠ সমালোচনা রয়েছে কিন্তু এটি একটি রাষ্ট্র অনুমোদিত চ্যানেল যার মাধ্যমে কিছুটা হলেও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসুচিসমুহের একটা প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে বিগত প্রতি বছর সরকার জাতীয় বাজেট থেকে বিসিসিটিএফ এর জন্য একটা থেকে বরাদ্দ দিয়ে আসলেও চলতি বছর এর জন্য এক টাকাও বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয় নাই। এর ফলে এটা প্রমানিত হয়েছে যে সরকার জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি স্বীকার করলেও বাস্তবে যথেষ্ট দায়ীত্বহীন।

৪. সমন্বিত জলবায়ু-বাজেট জলবায়ু অর্থায়নকৃত কর্মসুচিসমুহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারত

সরকার জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত বছরগুলোতে যে পরিমান প্রকল্প গ্রহন করেছে এবং অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে তা যতার্থ এবং প্রাসঙ্গিকতা আছে কি না সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যে কারনে এ বিষয়ের উপর UNDP'র পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী হয়েছে বিগত তিন অর্থবছরের খরচের উপর ভিত্তি করে। যেখানে দেখা গেছে ৩৭টি বরাদ্দপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় (২২.১%), দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কৃষি (১৯.৭%) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (১৭.৫%) এবং কম বরাদ্দ পাওয়া ২৭টি মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের অংশ হচ্ছে (১১.৫%)। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য বিবেচনার বিষয় হচ্ছে বিগত তিন অর্থবছরে সর্বমোট ১৩১৬টি প্রকল্পের বিপরীতে এই পরিমান অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হলেও কার্যকারিতা এবং প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, মোট বরাদ্দকৃত ও খরচকৃত অর্থের মাত্র ৩.৮% খরচ সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত (Strongly Relevance), ৮.৬% খরচকৃত অর্থ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে একটা তাৎপর্যপুর্ন (Significantly Relevance) সম্পর্ক রয়েছে এবং বাকী ৮৮.৬% খরচকৃত অর্থের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক অস্পষ্ট অথবা কিছুটা সম্পর্ক থাকতে পারে। তাই আমাদের দাবী ছিল সরকার জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে তাদের নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসুচিতে অর্থায়ন করবে যেটা স্থানীয় চাহিদার সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপুর্ন হতে পারে। কিন্তু সরকার পুর্বের পথ অনুসরন করার কারনে জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসুচি আগের মতই নয়-ছয় হওয়ার আশংকা থেকেই যাচ্ছে।

৫. জলবায়ু-সমন্বিত বাজেটের বিষয়টি সংসদের বাজেট অধিবেশনে আলোচনা করতে হবে

সুতরাং উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা অনেকাটাই স্পষ্ট যে, প্রস্তাবিত বাজেট বর্তমান ও ভবিষ্যত জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি সামঞ্জস্যহীন অর্থায়ন কৌশল এবং কার্যকারিতার দিক থেকে এটি অত্যন্ত দুর্বল। যেহেতু আমাদের দেশকে ভবিষ্যতে আরও দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হবে এবং একটি টেকসই জলবায়ু প্রতিরোধক্ষম অর্থনীতি এবং জীবনধারা নিশ্চিত করা আমাদের ভবিষ্যতের প্রধান লক্ষ্য এবং এখানে প্রযোজনীয় বিনিয়োগ আমাদের আভ্যন্তরী সম্পদ থেকেই যোগান দিতে হবে, সেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা আমাদের জাতীয় পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহন করাই হবে অধিক যুক্তিযুক্ত। সেক্ষেত্রে একটি জলবায়ু-সমন্বিত জাতীয় বাজেট প্রনয়নের বিষয়গুলো সরকারকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে বলে আমরা মনে করি। আমরা আরও মনে করি বর্তমানে বাজেট আলোচনা চলছে এবং সেক্ষেত্রে বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করা যেতে পারে এবং জনপ্রতিনিধিদের আলোচনার মাধ্যমে জলবায়ু-সমন্বিত জাতীয় বাজেটের ভবিষ্যত রূপরেখা কি হতে পারে সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনই।

আয়োজক সংগঠনসমুহ (বর্ণক্রম অনুসারে)
ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি), ক্লাইমেট চেঞ্জ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিসিডিএফ), কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি), ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড (সিএসআরএল), নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ অফ বাংলাদেশ (এনসিসিবি), বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ভয়েস এবং হিউম্যানিটি ওয়াচ

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি ১৩, মেট্রো মেলডি (দ্বিতীয় তলা), সড়ক ৪, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭।
ফোন: +৮৮-০২-৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩,
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯১২৯৩৯৫, ইমেইল: info@equitybd.org
ওয়েব: www.equitybd.org